AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 31.05.2024 Time: 7-35A .M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ প্রায় দেড় মাস ব্যাপী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শেষ পর্বে আগামীকাল দেশের ৫৭টি লোকসভা আসনে ভোট নেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে এরাজ্যের ৯'টি আসন।
দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুণ ভোট কর্মীদের যাতায়াত এবং ভোট পর্ব নির্বিঘ্ন রাখা নিয়ে কিছুটা উদ্বেগে নির্বাচন কমিশন।
২/ চৌঠা জুন ভোট গণনা পর্বে নজরদারির জন্য নির্বাচন কমিশন, রাজ্যে অন্তত দেড়শো পর্যবেক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
৩/ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ভ্যাপ্সা গরমে অতিষ্ঠ মানুষ অনেকটাই স্বস্তিতে।
৪/ আজ বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস। এ'বছরের মূল ভাবনা- তামাক শিল্পের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করা।

****

প্রায় দেড় মাস ব্যাপী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শেষ পর্বে আগামীকাল দেশের ৫৭টি লোকসভা আসনে ভোট নেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে এরাজ্যের কলকাতা ও দুই ২৪ পরগণা মিলিয়ে ৯'টি আসন।
ভোট দাতার সংখ্যা এক কোটি ৬৩ লক্ষের বেশী। প্রার্থী রয়েছেন ১২৪ জন।
একইসঙ্গে বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্যেও ভোট নেওয়া হবে আগামীকাল। গতরাত থেকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুণ ভোট কর্মীদের

যাতায়াত এবং ভোট পর্ব নির্বিঘ্ন রাখা নিয়ে কিছুটা উদ্বেগে রয়েছে নির্বাচন কমিশন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে ব্যাপক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

আমাদের সংবাদ দাতার একটি প্রতিবেদন-

(ভিসি- অভিরূপ ৭-৩৫)

****

সপ্তম দফার ভোট নিয়ে আজ শুনবেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগীর বার্তা এবং আবেদন।

শোনা যাবে রাত ৯ টা ৪৫-এ গীতাঞ্জলী ও ১০৭ মেগাহার্টজ প্রচারতরঙ্গে এবং ডিটিএইচ পরিষেবায়।

আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজেও সরাসরি শোনা যাবে এই অনুষ্ঠান।

প্রযোজনায় সুস্মিতা মন্ডল।

****

শেষ দফায় কলকাতা ও দুই ২৪ পরগণার ৯টি লোকসভা আসনে নির্বাচন। ভোটের কাজে সরকারি বেসরকারি প্রচুর বাস, মিনিবাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়ার ফলে দুর্ভোগে পড়ছেন অসংখ্য যাত্রী। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জুনের দুই-তিন তারিখ পর্যন্ত এই দুর্ভোগ চলবে।

(বাইট-তপন বাস ৭-৩৫)

****

ভোটের প্রচারে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ সভা, মিছিল-সহ নানা কর্মসূচি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আর কোনও রাজ্যে ভোটের প্রচারে এত বেশি সভা, মিছিল হয়নি। শেষ দফার প্রচার শেষ হওয়ার পর কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলায় কর্মসূচি করতে চেয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনের তরফে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭৬ আবেদন জমা পড়ে। তার মধ্যে ৯৫ হাজার আবেদন মঞ্জুর করা হয়।

রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে বেশি প্রচার হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। সেখানে ১০ হাজার ৬৮৮টি কর্মসূচি হয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা।

উল্লেখ্য, দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের হার'ও সবচেয়ে বেশী।

****

ষষ্ঠ দফার ভোটে তমলুক কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর ওয়েব কাস্টিং-এর ছবি প্রকাশ্যে আনার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্বাচন কমিশন, এবার ওয়েব কাস্টিং নিয়ে আরো সতর্ক এবং কড়া পদক্ষেপ করতে চায়। ইতমধ্যেই তমলুকের ঘটনা নিয়ে দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠিয়েছে সিইও দপ্তর এবং প্রাথমিক তদন্তও শুরু হযেছে।

সপ্তম দফা তথা শেষ দফার ভোটে ওয়েব কাস্টিংকে ১০০ শতাংশ সফল করতে কমিশন বদ্ধপরিকর। ওয়েব কাস্টিং যদি বন্ধ থাকে তাহলে তার যাবতীয় দায় বর্তাবে প্রিজাইডিং অফিসারের ওপর। সে ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারের কর্তব্যে গাফিলতি প্রমাণিত হলে তাকে তৎক্ষণাৎ ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হবে তার বিরুদ্ধে। ওয়েব কাস্টিং-এর ক্যামেরায় কোন গোলযোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি এবং সেক্টর অফিসারকে তা জানাবেন প্রিজাইডিং অফিসার। তা না করলে কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে অভিযুক্ত হবেন তিনি।

****

চৌঠা জুন ভোট গণনা পর্বে নজরদারির জন্য নির্বাচন কমিশন রাজ্যে অন্তত দেড়শো পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণনায় অশান্তির পরিসংখ্যানের কথা মাথায় রেখে বিধানসভা কেন্দ্র ধরে এই পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করা হবে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, যারা গণনার দায়িত্বে থাকবেন, তাদের জন্য বেশ কিছু বিধি নিষেধ জারি করা হয়েছে। একটি কেন্দ্রের জন্যে সর্বোচ্চ ২৩ ও সর্বনিম্ন ৯ রাউন্ড গননা করা হবে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাজ্যের ৫৫টি গণনা কেন্দ্রে ৪২টি আসনের ভোট গোণা

হবে। কোন সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষককে কাউন্টিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বলা হয়েছে, সরকারের কাছ থেকে সাম্মানিক পেয়ে থাকেন এমন কেউ এবং সরকারি অথবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আংশিক সময়ের কর্মীরা কোনো প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্ট হতে পারবেন না।

****

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ভ্যাপ্‌সা গরমে অতিষ্ঠ মানুষ বেশ কিছুটা স্বস্তি পেলেও লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট গ্রহণের প্রস্তুতিতে বাদ সেধেছে এই আবহাওয়া।

সুন্দরবন অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় রেমালের ধাক্কায় ভোট কেন্দ্রগুলির তেমন ক্ষতি না হলেও এই দুর্যোগ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ভোট কর্মীরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে আমাদের সংবাদদাতার একটি প্রতিবেদন-

(ভিসি- গৌতম ৭-৩৫)

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলায় গতরাতে বৃষ্টি শুরু হয়। সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়া। আজ'ও সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কখনো ঝিরঝির করে, কখনো বা মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও কোথাও।

এদিকে, নির্ধারিত সময়ের দুদিন আগে কেরালায় বর্ষা প্রবেশ করেছে। উত্তরবঙ্গের হিমালয় সন্নিহিত কিছু অংশে এবং সিকিমে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবাওহাওয়া দপ্তরের আঞ্চলিক প্রধান সোমনাথ দত্ত।

(বাইট- সোমনাথ ৭-৩৫)

কলকাতায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চার ডিগ্রি নীচে-২৩ দশমিক ৭'ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টি হয়েছে ৫৩ দশমিক ৬'মিলিমিটার।

উত্তর পশ্চিম উত্তর প্রদেশ থেকে পশ্চিম বাংলাদেশ থেকে বিস্তৃত অক্ষরেখার প্রভাবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাওয়ায় **উত্তরবঙ্গের** বিভিন্ন জেলাতেও ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি

জেলায় আজ'ও রয়েছে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

****

আজ বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস। এ'বছরের মূল ভাবনা- তামাক শিল্পের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করা। তামাকের শারীরিক ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার ও প্রচারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই দিনটি পালনের উদ্যোগ নেয়। ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি বছর ৩১ শে মে বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস হিসেবে পালন করে আসছে WHO। তামাক সেবন, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। এর কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন সংগঠন এবারও নানা কর্মসূচি নিয়েছে। বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবসের প্রাক্কালে গতকাল পূর্ব কলকাতার ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালের ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সচেতনতা পদযাত্রায় অংশ নেন চিকিৎসক, নার্স, আক্রান্ত রোগী, বিনোদন জগতের বিশিষ্ট জন সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

****

উচ্চমাধ্যমিকে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালু হবার পর তা সফলভাবে কার্যকর করতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, বিদ্যালয় প্রধানদের নিয়ে সেনসিটাইজেশন প্রোগ্রাম শুরু করেছে। এ জন্য জেলাওয়াড়ি নির্দিষ্ট দিন এবং স্থান নির্ধারণ করে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেছেন, শুধু বিদ্যালয়ে প্রধানদের নিয়ে নয়, প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষকদের আলাদাভাবে নিয়ে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের।

****